দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30 DEC 1990
পৃষ্ঠা ... 1 ... 9

Jam

17

## প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা—১৯৯০

এস এস সি (মহিলা) ও এইচ এস সি (পুরুষ) (উভয়েই ৩য় বিভাগে পাস) সি-ইন-এড্ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থী প্রার্থিনীদের দরখাস্ত বাছাই করে বাদ দেয়া হয়েছে এবং আমিও বাদ পড়েছি। জিজ্ঞাসায় জানা গেছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে এস এস সি ৩য় বিভাগ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এইচ এস সি ৩য় বিভাগ নেয়ার সরকারী বিধান নেই।

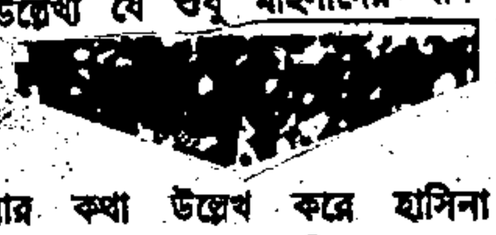

উল্লেখ্য যে শুধু মহিলাদের বাদ [redacted] দেয়ার কথা উল্লেখ করে হাসিনা বেগম, নবগ্রাম রোড, বরিশাল থেকে গত ২১/১২/৮৯ইং তারিখে "দৈনিক বাংলার" জনমত কলামে এ সংক্রান্ত মতামত ও আবেদন পেশ করেছেন। বোঝা যাচ্ছে, সমগ্র বাংলাদেশে উক্ত নীতির কারণে কয়েক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থী-প্রার্থিনী বাদপড়েছেন।

সরকার পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং যথারীতি পরীক্ষা গ্রহণ করেই আমাদের প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি করেছিলেন এবং এ জন্য আমাদের মূল্যবান সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছে। আমরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্মহীন বেকার থাকলে, আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রকারান্তরে তাতে দেশেরই ক্ষতি হয়। অপরপক্ষে, কর্তৃপক্ষ এখনো অসংখ্য যোগ্যতাহীন লোক নিয়ে ভুগছেন। পেশা গ্রহণের জন্য কতবারই বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায়। অভিভাবকগণও আমাদের গলগ্রহ মনে করছেন। তাই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন, আমাদের যত বৎসর শিক্ষক নিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে তত বৎসর চাকরির বয়স বাড়িয়ে সে বয়স পর্যন্ত এবং ২৬/১/৯০ইং তারিখের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হোক।

এ কে সুলতানা আখ্তারী
আমতলি, বরগুনা।